গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হিসাব অধিশাখা
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

স্মারক নম্বর- ৪৮.০০.০০০০.০১০.১৯.০০২.১৯-১২৩

তারিখঃ ৪ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: **বারডেম জেলারেল হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।**

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জীবন সায়াহ্নে বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে দেশের উপজেলা, জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বা বিশেষায়িত হাসপাতালে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্ত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ২১/১০/২০২১ খ্রি: তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বারডেম জেনারেল হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার প্রয়োজনে অর্থবছরের শুরুতে এ মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত হাসপাতালের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করা হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২১' এর আওতায় নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হল:

০২। **হাসপাতালে ভর্তি:** উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সরকারি হাসপাতাল বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান সম্ভব না হলে ছাড়পত্রের মাধ্যমে বিশেষায়িত বারডেম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে বা ভর্তি হতে পারবে। তবে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে বা বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষায়িত হাসপাতাল হিসেবে বারডেম জেনারেল হাসপাতালে সরাসরি ভর্তি করা যাবে।

০৩। **হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রমাণক দাখিল:** মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাসহ খেতাবপ্রাপ্ত গেজেট বা যুদ্ধাহত গেজেটভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা পাবেন। অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তির পূর্বে বা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণক দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাসহ খেতাবপ্রাপ্ত গেজেট বা যুদ্ধাহত গেজেটে মুক্তিযোদ্ধার তথ্য যাচাই করতে পারবেন। এসকল তালিকার যে কোন একটিতে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম না থাকলে তিনি এ সুবিধা পাবেন না।

০৪। **চিকিৎসা সেবা প্রদান:** হাসপাতালে ভর্তিকৃত অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহসহ সর্বোত্তমভাবে সকল চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে। সকল ধরনের চিকিৎসা, পরামর্শ, বিভিন্ন টেষ্ট, শল্য চিকিৎসা, হাসপাতাল কর্তৃক সরবরাহযোগ্য ঔষধ, বেড সরবরাহ, পথ্য এবং নার্সিং ইত্যাদি চিকিৎসা সেবার অন্তর্ভূক্ত হবে। বারডেম জেনারেল হাসপাতালে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা যাবে। ভর্তিকালীন চিকিৎসার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে নির্ধারিত এক বা একাধিক ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ নেওয়া যাবে। মাসিক ভিত্তিক যাচাই করে বিল পরিশোধ করা যাবে। ঔষধের মূল্য কোন ক্রমেই খুচড়া মূল্যের বেশী হবে না। ক্ষেত্র মতে হাসপাতাল ত্যাগের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ১৫ দিনের ঔষধ আগাম ক্রয় করে দেওয়া যাবে। উল্লিখিত চিকিৎসা সুবিধা শুধুমাত্র বারডেম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তিকৃত অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাকেই প্রদান করা যাবে।

০৫। **চিকিৎসা ব্যয় মওকুফ ও ছাড়পত্র প্রদান:** বারডেম জেনারেল হাসপাতালে চিকৎসা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা ব্যয় মওকুফের ক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাবে।

০৬। **চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ:** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বছরের শুরুতে বা প্রয়োজনে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ হতে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের অনকূলে মুক্তিযোদ্ধার চিকৎসার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ শেষ হওয়ার পূর্বেই নতুন বরাদ্দের চাহিদাপত্র প্রদান করতে হবে। অর্থ বছর শেষে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় বিবরণী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তহবিল সংকট বা অন্য কোন অজুহাতে অসুস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা সেবা প্রদান কোনভাবেই ব্যাহত করা যাবে না।

০৭। **চিকিৎসা সেবার মান ও ব্যয় যাচাই:** বারডেম জেনারেল হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সর্বোত্তমভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা বা মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই বা নিরীক্ষা করা যাবে। এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো। উক্ত কমিটি বারডেম জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা প্রদান এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইপূর্বক এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

বারডেম জেনারেল হাসপাতালের জন্য কমিটি:

(ক) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মনোনীত একজন কর্মকর্তা (নূন্যতম যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	-সভাপতি
(খ) বারডেম জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন)	-সদস্য
(গ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (নূন্যতম উপসচিব পদমর্যাদার)	-সদস্য
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/প্রশাসক এর প্রতিনিধি (www.molwa.gov.bd ওয়েব সাইটে তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা)	-সদস্য
(ঙ) বারডেম জেনারেল হাসপাতালের একজন যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা	-সদস্য সচিব

০৮। **নিরীক্ষা কার্যক্রম:** সরকারি বিধি বিধান মোতাবেক চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিরীক্ষা করতে পারবেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং অর্থ ব্যয়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

০৯। **আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা :** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের লক্ষ্যে বারডেম জেনারেল হাসপাতালের প্রধান বা তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১০। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

১১/১২/২০২১

(মো: জাহাঙ্গীর আলম)
উপসচিব (হিসাব)
ফোন: ০২-২২৩৩৫৮৭৮৮
ই-মেইল: dsaccounts@molwa.gov.bd

মহাপরিচালক
বারডেম জেনারেল হাসপাতাল
শাহাবাগ, ঢাকা।

অনুলিপি কার্যার্থে:

১। মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকাউত্তর/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা/গাজীপুর/ময়মনসিংহ/রংপুর/সিটি কর্পোরেশন;
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)----------
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) .....
৪। সিভিল সার্জন (সকল) ----------
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), উপজেলা ----------জেলা----------
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল), উপজেলা----------জেলা----------

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা/মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা;
৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে একজন কর্মকর্তা মনোনয়নের অনুরোধসহ;
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, (যুগ্মসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা- মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগিতর জন্য;
৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা(ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৬। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা-সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৭। সংরক্ষণ কপি।